কালের কণ্ঠ

তারিখ 29 SEP 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৩

'টাকা ঢেলে শিক্ষক'

বদলির আদেশ শুনে তদবিরে ঢাকায় উচ্চমান সহকারী হারুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, গাজীপুর ▷

গাজীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের উচ্চমান সহকারী হারুন মল্লিককে বদলি করা হয়েছে। তাঁকে আগামী ২ অক্টোবরের মধ্যে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগ দিতে বলা হয়েছে। গত মঙ্গলবার বিকেলে তাঁর বদলির আদেশ গাজীপুরে পৌঁছায়। তবে তিনি আদেশের কপি গ্রহণ না করে বদলি ঠেকাতে ঢাকায় অবস্থান করছেন বলে জানা গেছে।

জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ মোফাজ্জল হোসেন জানান, উচ্চমান সহকারী হারুন মল্লিকের বদলির আদেশ মঙ্গলবার বিকেলে গাজীপুরে পৌঁছায়। তাঁকে ২ অক্টোবরের মধ্যে কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে যোগ দিতে বলা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের কার্যালয়ের পরিচালক (প্রশাসন) আনোয়ারুল হক স্বাক্ষরিত ওই বদলির আদেশে বলা হয়েছে, নির্ধারিত তারিখের মধ্যে নতুন কর্মস্থলে যোগদান না করলে ৩ অক্টোবর থেকে আদেশটি 'স্ট্যান্ড রিলিজ' আদেশ হিসেবে গণ্য হবে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মঙ্গলবার বিকেলে বদলির আদেশ পৌঁছলেও তা গ্রহণ করেননি হারুন মল্লিক। তিনি বুধবার অফিসও করেননি। একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, চিঠি গ্রহণ না করে বদলি ঠেকাতে তিনি ঢাকায় অবস্থান করছেন। গাজীপুরে না হলেও করিমগঞ্জে না গিয়ে গাজীপুরের কাপাসিয়া উপজেলা শিক্ষা অফিসে যাওয়ার চেষ্টা করছেন তিনি।

এদিকে হারুন মল্লিকের বদলির খবরে জেলার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা একে-অন্যকে মিষ্টি খাইয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেও নিয়োগ পেতে যাঁরা অগ্রিম টাকা দিয়েছেন তাঁরা রয়েছেন চরম উৎকণ্ঠায়। বুধবার বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসে গিয়ে দেখা গেছে, কয়েক ব্যক্তি হারুন মল্লিকের অপেক্ষায় বসে আছেন। অফিসের অন্যদের কাছে হারুন মল্লিকের বিষয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন।

শ্রীপুরের বরমী থেকে আসা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি জানান, দেড় বছর আগে স্ত্রীর চাকরির জন্য সাত লাখ টাকা চুক্তিতে হারুন মল্লিকের কাছে চার লাখ টাকা দিয়েছেন। গত নিয়োগ পরীক্ষায় চাকরি হয়নি। এবার হওয়ার কথা। বদলির খবর পেয়ে চিন্তিত হয়ে দেখা করতে এসেছেন। বারবার ফোন করলেও তিনি ফোন ধরছেন না। ওই ব্যক্তি আরো জানান, বহু চাকরিপ্রার্থী হারুন মল্লিককে অগ্রিম টাকা দিয়েছেন। তাঁকে নিয়ে কালের কণ্ঠে সংবাদ প্রকাশের পর তাঁরা উৎকণ্ঠায় রয়েছেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে গাজীপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের নানা অনিয়মের চিত্র নিয়ে গত শনিবার কালের কণ্ঠে 'টাকা ঢেলে শিক্ষক' শিরোনামে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।